

## আমাদের প্রেরণার উৎস যারা-১ আবু মুসলিম আল-খাওলানীঃ এ উম্মতের খলীল

### আবুসামীহাহ্ সিরাজুল ইসলাম

আমাদের পিতা - মুসলিম মিল্লাতের পিতা হলেন আল-খলীল ইবরাহীম (আঃ)। অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর পর, অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই শুধু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি আপনজনদের বিশেষ করে, পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়েছেন, জন্মভূমি ছেড়েছেন, বৃদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করেছেন, এবং সর্বোপরি জীবন্তাবস্থায় আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গোটা মানবজাতির ইমাম বানিয়েছেন, একাই তাঁকে একটি গোটা উম্মতের মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীমকে তার রব্ব কিছু কথা দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আর যখন সে তাতে উত্তীর্ণ হলো তখন তিনি বললেন, ‘আমরা তোমাকে মানবজাতির ইমাম বানাবো’।”

এজন্য সত্যপন্থী উম্মতগুলোর উদ্ভব হয়েছে ইবরাহীম (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য থেকে, উম্মতে মুহাম্মদীও যার অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর গৌরবময় ঐতিহ্যকে যুগে-যুগে যথার্থে ধারণ এবং লালন করেছে এ উম্মতের সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত সূর্য-সন্তানেরা। আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) তেমনই এক সূর্য সন্তান যিনি পিতা ইবরাহীমের (আঃ)মতই ঈমানের অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছেন, জীবন্তাবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন আগুনে। আবার সে আগুন থেকে ইবরাহীমের (আঃ)মতই বেরিয়ে এসেছেন অক্ষত ও জীবন্তাবস্থায়।

সময়টা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)এর জীবনকালের। যারা ইসলামকে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ক্ষমতার বাহন বানাতে ছেয়েছিল, কিন্তু হৃদয় দিয়ে এর খোদায়ী বিধান হওয়াকে অস্বীকার করেছিল; যারা নবুয়্যতকে মনে করেছিল মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার, কিন্তু এর খোদা নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে বুঝতে ছিল অপারঙ্গম, তাদের মধ্যে অন্যতম ক'জন হলো মুসায়লিমা আল-হানাতী আল-কাজ্জাব, তুলায়হা আল-আসাদী এবং আল-আসওআদ আল-আনসী। এরা সবাই নবুয়্যতের দাবী করেছিল মানুষকে ধোঁকা দিয়ে তাদের উপর প্রভুত্ব করার বাসনায়, অথবা নিজের গোত্র ও বংশের মান-মর্যাদা উচ্ছেদ তুলে ধরার আশায়। এদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে নিজেদের হীন উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে, আবার কেউ কেউ তাঁর জীবদ্দশাতেই নবুয়্যতের মিথ্যা দাবী করে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছে। আল-আসওআদ আল-আনসী শেযোক্তদের দলভুক্ত।

নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদার আল-আসী ছিল ইয়ামনের অধিবাসী। সে ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তার গোত্র বনু মুযহিজ সর্বপ্রথম তার নবুয়্যতের দাবীর সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। তার গোত্রের সহায়তায় সে রাজধানী সান্না'আ দখল করে নেয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিযুক্ত গভর্ণর শাহর ইবনে বাজানকে হত্যা করে তাঁর স্ত্রীকে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। সে শীঘ্রই হাদরা-মউত থেকে তায়েফ এবং আল-আশা থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় প্রভাব

বিস্তার করে। আল-আনসী ঈমানদারদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে তার উপর ঈমান আনার জন্য এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর ঈমান ত্যাগ করার জন্য। এজন্য অমানবিক নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করে সে। তার এ নির্যাতন প্রকৃত ঈমানদারদেরকে সত্য-বিচ্যুত করতে পারেনি, পারেনি তাঁদের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত ঈমানের প্রদীপ্ত শিখাকে নিভাতে।

আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রহমতুল্লাহি আলায়হি) হচ্ছেন ঐ সমস্ত প্রদীপ্ত ঈমানের অধিকারীদের একজন। তাঁর সম্পর্কে শেখ আয়িদ আবদুল্লাহ আল-করনী উল্লেখ করেছেন যে আল-আসী তাঁকে তার ইপ্সিত ঈমান আনতে বলে এবং সাক্ষ্য দিতে বলে যে সে আল্লাহর রসূল। আবু মুসলিম বললেন যে তিনি কিছুই গুনতে পাননি। আর এভাবেই তিনি এ প্রতারককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। এরপর আল-আনসী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে আবু মুসলিমকে তাতে নিক্ষেপ করে। আবু মুসলিম বললেন, “হাসবুনা ল্লাহ ওআ নিঃমাল ওআকীল – আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি সর্বোত্তম কর্মসম্পাদনকারী”। ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলেন এ উম্মতের পিতা সায্যিদুনা ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁকে তাঁর পিতা, ও জাতির লোকেরা নমরুদের নেতৃত্বে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। আল-আনসীর আগুন আল্লাহর নির্দেশে আবু মুসলিমের জন্য তেমনি ঠাণ্ডা ও প্রশান্তিময় হয়ে গিয়েছিল যেমন হয়েছিল নমরুদের আগুন ইবরাহীম (আঃ) এর জন্য। আর তিনি কোন ক্ষতির মুখোমুখি না হয়েই বেরিয়ে এসেছেন তা থেকে।

আমিরুল মু’মিনুন সায্যিদুনা ‘উমর (রাঃ) তাঁকে (আবু মুসলিম) এ কারণে এ উম্মতের খলীল বলে সম্বোধন করেছেন। ‘উমরের (রাঃ) খিলাফতের সময় আবু মুসলিম (রঃ) মদীনাতে আসলে ‘উমর (রাঃ) তাকে ইবরাহীম (আঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, “স্বাগতম! এ উম্মতের খলীল” অথবা “স্বাগতম সে ব্যক্তিকে যার সাযুজ্য হচ্ছেন আল-খলীল ইবরাহীম (আঃ),” অথবা তিনি যেমন বলেছেন।

আবু মুসলিম আল-খাওলানী (আল্লাহ তাঁর উপর সমুদ্র হোন) ঐ সমস্ত তাবিঈঈনদের দলভুক্ত যাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তাঁকে আটজন শ্রেষ্ঠ জাহিদ (দুনিয়া ত্যাগী/দরবেশ) তাবিঈঈ আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। বাকীরা হচ্ছেন ‘আমের ইবন আব্দুল-কায়স, উয়ায়স আল-করনী, সুফিয়ান আস-সওরী ইবন সাঈদ, আর-রবী‘ ইবন খুসায়ম, আল-আসওআদ ইবন ইয়াজীদ, মাসরুক আল-আজদা এবং আল-হাসান আল-বসরী (তাঁদের সবার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)।

আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রঃ) ছিলেন আল্লাহর রাহে নিবেদিত মুজাহিদদের অগ্রপথিক। আল্লাহর পথের যে সমস্ত মুজাহিদ স্বপ্রণোদিত হয়ে অগ্রগামী বাহিনীর সম্মুখ সারিতে থাকতেন তিনি ছিলেন তাঁদের দলভুক্ত। তিনি দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে বাইজেন্টিন রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁর কমাণ্ডারকে নিম্নোক্ত ভাষায় ওসীয়াত করেনঃ “আপনার সাথে লড়াই করতে এসে যে সমস্ত মুসলিম মারা গেছেন আমাকে তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। আর আমার জন্য তাদের উপর সামরিক কমাণ্ডার একটি নিশান বেঁধে দিন, এবং আমার কবরকে মুসলমানদের সবচেয়ে দূরবর্তী কবর এবং শত্রুদের সবচেয়ে নিকটবর্তী করবেন, কারণ আমি চাই যে কিয়ামতের দিন আমি তাদের (মৃত মুসলমানদের) নিশান বরদার হয়েই আমার প্রভুর দরবারে আসবো।”

আবু মুসলিম আল-খাওলানী (রঃ) তাঁর ঈমান, ইয়াকীন, ‘ইলম, জুহদ, তাকওয়া, ত্যাগ, কুরবানী এবং জিহাদের মাধ্যমে এ উম্মতের সৎকর্মশীল পূর্বসূরীদের অন্যতম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মহান জীবনে রয়েছে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনাকাজীদের জন্য অনন্য আদর্শ। আল্লাহর রাহে যারা নিজেদের উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের জন্য তাঁর মহান জীবন প্রেরণার এক অনাবিল উৎস।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরকালে আবু মুসলিম আল-খাওলানীর (রঃ) মতো সালেহ বান্দাদের সঙ্গী করুন।  
আমীন!